|  |
| --- |
| **বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা:**

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বস্ত্র ও পাট খাতের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে বস্ত্র ও পাটখাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এ খাতের বিদ্যমান উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। একটি প্রতিযোগিতা সক্ষম বস্ত্র ও পাটখাত গড়ে তোলা এবং বস্ত্র ও পাটপণ্যের বহুমুখীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি ও বিনিয়োগ-সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বস্ত্র ও পাট খাতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারী উন্নয়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও প্রকল্পে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে।

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:**

* পাটখাত থেকে বাংলাদেশের জাতীয় রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩% অর্জিত হয়। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ১৯৮টি মিল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশে বেসরকারি খাতে ৯৬টি স্পিনিং মিল রয়েছে। এসকল মিলে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট ও পাট শিল্পের সাথে জড়িত। পাটজাত পণ্য সামগ্রীর ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ০৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হয়ে থাকে।
* পাটের বহুমুখীকরণে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর নিয়মিত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান অন্যতম। এ পর্যন্ত জেডিপিসি পাটপণ্য বহুমুখীকরণ খাতে ৮০৫ জন উদ্যোক্তা তৈরি করেছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ৩৩২ জন অর্থাৎ ৪১.৩১% নারী। এ সকল উদ্যোক্তা ২৮২ প্রকারের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছেন। বর্তমানে বহুমুখী পাটপণ্য বিশ্বের প্রায় ১৩৫টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের স্থান। তাঁত শুমারি-২০১৮ অনুযায়ী দেশে মোট তাঁত ২,৯০,২৮২টি (পাওয়ারলুম ব্যতীত)। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ২৮% তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক দিয়ে তাঁত শিল্প খাতের অবদান ২২৬৯.৭০ কোটি টাকা (পাওয়ারলুম ব্যতীত)। এ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী এ শিল্পের সাথে নিয়োজিত আছেন।

* বস্ত্র ও পোশাক খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টির প্রয়োজনে দেশে বিদ্যমান ০৮টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১০টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৯০৪ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক, ডিপ্লোমা ও এসএসসি সমমানের ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১১৩৪ জন।
* বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ২০২০-২১ অর্থবছরে ১২.৩৬ মে.টন রেশম সুতা উৎপাদন করেছে (সরকারি পর্যায়ে)। একই সময়ে ৯২০ জন রেশম চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে ৫৭৭ জন নারীর অংশগ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ‘আমার বাড়ী আমার খামার’ প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী সদস্যদেরকে রেশম চাষে সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ে ৪১টি জেলার ৯৯টি উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে, নারী জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ এ কাজে সম্পৃক্ত হতে পারবে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:**

দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অবদান অসামান্য। মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন (Allocation of Business) এ নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা বা অনুচ্ছেদ নেই। নারী উন্নয়নের জন্য অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের মত এ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষভাবে কোন বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকারও নেই। তবে, এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

**2.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **বস্ত্র ওপাটপণ্য বহুমুখীকরণ, রপ্তানি ও বাজার সম্প্রসারণ:** তাঁতিদের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, তাঁত বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা প্রদান এবং তাঁত শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে রোগমুক্ত রেশম কীট ও তুঁত গাছের চারা বিতরণের মাধ্যমে রেশম চাষে নারী সমাজের ব্যবসাক্ষেত্র তৈরি হবে। নতুন নতুন বহুমুখী পাট ও তাঁত পণ্য প্রচলনের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলা করে ব্যাপক সংখ্যক নারী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হবে।
* **বস্ত্র ও পাটখাতে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও দক্ষতাবৃদ্ধি:** রেশমসুতা ও বস্ত্র উৎপাদনে সহায়তা প্রদান, পাট চাষীদের উন্নত পাট চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, বস্ত্র ও পাট খাত বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডিপ্লোমা/ ভোকেশানাল ডিগ্রি প্রদান, নির্বাচিত তাঁতিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, রেশম চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে বস্ত্র ও পাটখাতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও দক্ষতা উন্নয়ন করা হচ্ছে।
* **প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনমূলক গবেষণা জোরদারকরণ:** সোনালীব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, পাট পাতা পানীয় উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, উন্নত জাতের তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ, রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ এবং উন্নতমানের রেশম গুটি উৎপাদন কার্যক্রমে পুরুষের পাশপাশি নারীরাও অংশগ্রহণ করছে।

**3.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্র. নং** | **অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব** |
| --- | --- | --- |
| 1 | বস্ত্র ও পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণ | নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে রোগমুক্ত রেশম কীট ও তুঁত গাছের চারা  বিতরণের মাধ্যমে রেশম চাষে নারীর ব্যবসায়ের ক্ষেত্র তৈরি হবে। নতুন নতুন বহুমুখী পাট ও তাঁত পণ্য প্রচলনের মাধ্যমে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোকাবেলা করে ব্যাপক সংখ্যক নারী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হবে। বস্ত্রও পাট খাতে বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ এর মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। আইনি কাঠামো ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে নারীদের বস্ত্র ও পাট ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে বস্ত্র ও পাট ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। |
| 2 | শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ | টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ দক্ষ জনবল তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁত খাতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। দক্ষ জনবল উন্নয়নে রেশম কৃষককে রেশম চাষ বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পাটখাতে পাট চাষিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম, বস্ত্র, পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে এবং তা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিদ্যমান অবস্থান ধরে রাখতে ও বাজার সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের ফলে সমাজে তাদের সামগ্রিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। এর ফলে তাদের অনুসরণ করে অন্য নারীরাও ক্ষমতায়নের পথে অগ্রসর হবে। |
| 3 | প্রযুক্তিগত ও উদ্ভাবনমূলক গবেষণা জোরদারকরণ | উচ্চফলনশীল তুঁতের জাত সংরক্ষণ, উন্নতজাতের রেশমকীটের জাত সংরক্ষণ, তুঁতজাত উন্নয়ন এবং রেশমকীটের জাত উন্নয়ন উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাঁত খাতে বাংলাদেশের সোনালী ঐতিহ্য মসলিন সুতা তৈরি প্রযুক্তি পুনরুদ্ধারের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ফলে বস্ত্র ও পাট খাতে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও দ্রুত প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে এবং নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। |

**4.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**4.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **সংখ্যা** | | | |
| **২০২2-২3** | | **২০২3-২4** | |
| **পুরুষ** | **নারী** | **পুরুষ** | **নারী** |
| সচিবালয় | ১০৪ | ২৩ |  |  |
| বস্ত্র অধিদপ্তর | ৫৩১০ | ১৬৭৭ |  |  |
| পাট অধিদপ্তর | ৫৮৫ | ১০৫ |  |  |
| বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড | ১২৫৩ | ৩০৯ |  |  |
| বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড | ৪৪০ | ৬০৭ |  |  |

**4.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান:**

* বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট 107 জন কর্মচারীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, 87 জন পুরুষ এবং 20 জন নারী।
* বস্ত্র অধিদপ্তর কর্তৃক 20২০-২১ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশ প্রশিক্ষণে মোট ১,৬১৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৩৬১ জন নারী। ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে ৩ জন নারী।
* তাঁত শুমারি-২০১৮ অনুসারে দেশে মোট তাঁতির সংখ্যা ৩,১৬,৩১৫ জন। তন্মধ্যে, মহিলা তাঁতি ১,৭৬,২৭০ জন অর্থাৎ প্রায় ৫৬% মহিলা। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন ও প্রদর্শনী-কাম-বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন’শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৪০ জন মনিপুরী নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
* বাংলাদেশ রেশম বোর্ড বিগত ৩ বছরে নারীদের মাঝে ১৩.২৮ লক্ষ তুঁত চারা এবং ৭.০১ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম (ডিএফএল) বিতরণ করেছে। ১৫৭১ জন নারী কৃষককে রেশম চাষ বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, 20২০-২১ অর্থবছরে ৯২০ জনকে রেশম চাষ বিষয়ক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; তন্মধ্যে ৫৭৭ জন নারী।

**4.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | | | **সংশোধিত 2022-২3** | | | **বাজেট 2022-২3** | | | **প্রকৃত 2021-22** | | |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**5.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

| নির্দেশক | সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃত অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০২1-২2 | | ২০২2-22 | | ২০23-২4 | ২০২4-২5 | 2025-26 |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| 1. রেশম শিল্পের প্রবৃদ্ধি |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ক. সুতা উৎপাদন | ১ | শতকরা হার | ২৪ |  | ২৫ |  | ২৬ | ২৭ |  |
| খ. রেশম বস্ত্র উৎপাদন | ১ | ২২.৯৪ |  | ২৩.৫০ |  | ২৪.৫০ | ২৫.৫০ |  |
| 2. দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি | ২ | ৮৮.৭৫ |  | ৯১.০০ |  | ৯২.০০ | ৯৩.০০ |  |

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | মহিলা শ্রমিক-কর্মচারিদের উপযুক্ত আবাসিক সুবিধা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা, রাতের শিফটে নিরাপত্তা, নিয়োগ, চুক্তি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ | বিজেএমসি ও বিজেএমসি নিয়ন্ত্রিত মিলসমূহে নারী শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ, নিরাপদ আবাসন সুবিধা, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা, রাতের শিফটে কাজের নিরাপত্তা ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা নিয়মিত প্রদান করা হচ্ছে। |
| ২ | মহিলা শ্রমিক-কর্মচারিদের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পে ভবিষ্যৎ নিয়োগ সংক্রান্ত কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ | পাটকলসমূহের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে অধিক নারী শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। |
| ৩ | বস্ত্রখাতের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারী শিল্পে নারী উদ্যোক্তারা যাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সে জন্য বিবিধ প্রণোদনা ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করা | “তাঁতিদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির” আওতায় ১০,৫৩৫ জন তাঁতিকে ২৫,১৯০টি তাঁতের অনুকূলে ৩,১৩৩.৬৩ লক্ষ টাকা ‍ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি বাবদ ৩,৭৬০.০৯ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। **অনুমোদিত প্রকল্পের ডিপিপির বিধান অনুসারে গৃহীত ঋণের ৪,৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ৪,২০৮.৮২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। “তাঁতিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে চলতি মূলধন সরবরাহ ও তাঁতের আধুনিকায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত ৪,২৪৬** জন তাঁতিকে ১০,৭২৫টি তাঁতের অনুকূলে মোট ৪,১০৪.১০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৫০৭.৮৩ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবশিষ্ট সকল খাতে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ১ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান |
| ৪ | বিদেশী ক্রেতাদের যাচিত কমপ্লায়েন্স পূরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ও কর্মচারিদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার (কর্মঘন্টা নির্ধারণ, শ্রমিক আইনের প্রয়োগ, পরিবেশগত দূষণ থেকে নিরাপত্তা প্রদান, স্বাস্থ্য সেবা, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, অগ্নিকান্ড থেকে নিরাপত্তা প্রদান, ক্ষতিপূরণ ও বীমা ব্যবস্থা বিধান ইত্যাদি) লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ | বিদেশী ক্রেতাদের চাহিত কম্প্লায়েন্স পূরণের লক্ষ্যে নারী শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার (কর্মঘন্টা নির্ধারণ, শ্রম আইনের যথার্থ প্রয়োগ, স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, স্বাস্থ্যসম্মত পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা, অগ্নিকান্ড প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ, অগ্নিকান্ডে ঘটিত ক্ষতিপূরণ তথা বীমা ব্যবস্থা বিধান ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। পোষকের দায়িত্ব পালনকালে বস্ত্র অধিদপ্তরের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ও কমকর্তাগণ ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ৬২৬৪টি বস্ত্র শিল্প কারখানা ও বায়িং হাউজ পরিদর্শন করা হয়েছে। ফলে, কারখানার কমপ্লায়েন্স বিষয়ে বহুবিধ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করার মাধ্যমে কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। |
| ৫ | পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উন্নত বয়ন প্রণালীতে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন | বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউিট স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ১০টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং ৪১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তাই বলা যায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রদক্ষেপ এবং কর্মপরিকল্পণা নির্বাচনী ইশতেহারকে প্রতিফলিত করে, যা উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। |
| ৬ | রেশম পণ্যের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধি এবং এ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত কার্যাদি গ্রহণ | চলতি অর্থবছরে নারীদের মধ্যে ৫.৭৪  লক্ষ তুঁত চারা ও ২.১০ লক্ষ রোগমুক্ত রেশম ডিম বিতরণ করা হয়েছে এবং ৯২০ জন প্রশিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৭৭ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একটি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। |

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

* তাঁত শিল্পে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের যথাসময়ে উপযুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্তিতে বাধা;
* উৎপাদিত বস্ত্র ও পাট পণ্যের বাজারজাতকরণের সুবিধার অভাব;
* উন্নত জাতের তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ, রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ এবং উন্নতমানের রেশম গুটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান না করা;
* বাজারসমূহে নারীবান্ধব পরিবেশের অভাব;এবং
* প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা সার্ভিসের স্বল্পতা।

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের সাথে মূলতঃ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা কাজ করে থাকে, যার অধিকাংশ কারিগরি কাজ করে থাকে নারীরা। পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ খাতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে;
* গ্রামীণ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাদির সমাধান করে এর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং কাঁচামাল প্রাপ্তি ও উৎপাদিত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁত বোর্ডের কর্মকান্ড আরো জোরদারকরণ এবং মহিলাদের ঋণ সুবিধা স্প্রসারণ করতে হবে; এবং
* বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে রেশম শিল্প সংশ্লিষ্ট কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।